অসুবিধা দূরীকরণ

৪৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে বা উহার কোন কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠকের ব্যাপারে এই আইনের বিধানাবলী প্রথমবার কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া চ্যান্সেলরের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি আদেশ দ্বারা এই আইন ও সংবিধির সহিত যতদুর সম্ভব সংগতি রাখিয়া যে কোন পদে নিয়োগদান বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের বিধান অনুসারেই করা হইয়াছে।

তফসিল
[ধারা ৩২ (২) দ্রষ্টব্য]
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

সংজ্ঞা

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইনে);

(খ) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) দ্বারা গঠিত Univeristy Grants Commission of Bangladesh;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ১৮তে উল্লিখিত কোন কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা।

বোর্ডের ক্ষমতা

২। ধারা ২০ এ বর্ণিত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা সমূহ থাকিবে, যথা:-

(ক) পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল পদে নিয়োগ করা;

(খ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে ফেলোশীপ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল পদে নিয়োগ করা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ এবং তৎসংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এজেন্ট নিয়োগ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন ইমারত ও আঙ্গিনা তৈয়ার বা ভাড়া করা এবং কোন আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থাকরণ;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঙ) এই আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ বা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন চুক্তি সম্পাদন, পরিবর্তন, বাস্তবায়ন বা বাতিলকরণ;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের কোন উদ্বৃত্ত বা অব্যবহৃত অর্থ Trusts Act, 1882 (II of 1882) এর Section 20 এর অধীন কোন সিকিউরিটিতে বা কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগকরণ অথবা আশু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নহে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের এমন কোন অর্থ কোন ব্যাংকে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গচ্ছিত (fixed deposit) রাখা এবং উক্ত ব্যাংক হইতে উক্তরূপ গচ্ছিত অর্থ ও সিকিউরিটির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা;

(ছ) যথাযথ বলিয়া বিবেচিত কোন উদ্দেশ্যে কোন কমিটি নিয়োগ করা এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে, উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী এবং তাহাদের বাসস্থানের (যদি থাকে) নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন প্রণয়ন করা; এবং

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বা কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট এমন কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যে বিষয় সম্পর্কে আইন, সংবিধি বা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন কোন সুস্পষ্ট বিধান করা হয় নাই।

একাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা

৩। একাডেমিক কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা:-

(ক) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক,সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষকের পদ বা কোন শিক্ষামূলক পদ এবং পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক ও উপ-পরিচালকের পদ সৃষ্টি এবং ঐ সকল পদের কর্তব্য ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, ফেলোশীপ, বৃত্তি, পুরস্কার, প্রদর্শনী ও পদক প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করা এবং উক্ত প্রবিধান অনুযায়ী উহা প্রদান করা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ ও স্টাডি সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা;

(ঘ) বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, স্কুলসমূহের গঠন ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনাসমূহ (Schemes) প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংশোধন করা এবং স্কুলসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা;

(ঙ) বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করা;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যের উন্নয়ন এবং গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে গবেষণা প্রতিবেদন তলব করা;

(ছ) যথাযথ বলিয়া বিবেচিত কোন উদ্দেশ্যে কোন কমিটি নিয়োগ করা এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে, উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্কুলসমূহ

৪। প্রত্যেকটি স্কুল নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উহার ডীন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) উহার অধ্যাপকবৃন্দ;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত স্কুলের অবশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুষদে নিযুক্ত এমন বিষয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ যে বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিষয়বলীর অন্তর্ভুক্ত নহে, কিন্তু উহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

স্কুলসমূহের ক্ষমতা

৫। স্কুল হইবে একটি উপদেষ্টা সংস্থা যাহার সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) পাঠ্যক্রম কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের পরীক্ষকগণের নাম সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট সুপারিশ করা;

(খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য বিশেষ সম্মান প্রদানের শর্তাবলী সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) অধ্যাপকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলে প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করা।

ডীন

৬। (১) ডীন প্রত্যেক স্কুলের নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) ডীন, তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ডীন অনুপস্থিত থাকিলে, ভাইস-চ্যান্সেলর অনুরূপ অনুপস্থিতিকালে অস্থায়ীভাবে ডীনের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ডীনের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৪) ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কার্যক্রমের তালিকাসমূহ স্কুলের বিভাগসমূহে প্রেরণ করিবেন এবং ঐ সকল বিভাগে শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে দায়ী থাকিবেন।

(৫) ডীন কোন স্কুলের যে কোন কমিটির যে কোন সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তব্য রাখার অধিকারী হইবেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য না হইয়া থাকিলে তিনি উহার সভায় ভোট দিতে পারিবেন না।

অর্থ কমিটি

৭। (১) অর্থ কমিটি বোর্ডের কর্তৃত্ব সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) ধাপ (গ্রেড) সংশোধন, স্কেল উন্নয়ন এবং বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ বোর্ড কর্তৃক বিবেচনার পূর্বে অর্থ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

(৩) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক হিসাব এবং আর্থিক প্রাক্কলন বিবেচনা ও মতামতের জন্য অর্থ কমিটিতে পেশ করিতে হইবে এবং তৎপর উহা বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে।

একাডেমিক প্ল্যানিং কমিটি

৮। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি একাডেমিক প্ল্যানিং কমিটি থাকিবে, যাহা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিল ও ভাইস-চ্যান্সেলরকে সহায়তা দান করিবে।

(২) একাডেমিক প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) বোর্ড কর্তৃক স্কুলসমূহ হইতে মনোনীত দুইজন ডীন;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হইতে মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর বা তাঁহার মনোনীত কোন ব্যক্তি একাডেমিক প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।

(৪) রেজিস্ট্রার একাডেমিক প্ল্যানিং কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

পাঠ্যক্রম কমিটি

৯। (১) স্কুলের এইরূপ প্রত্যেক বিষয় ও কতিপয় বিষয়ের গ্রুপের জন্য একটি পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যে বিষয় বা বিষয়গুলি স্কুলের বিবেচনায় একটি কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা প্রয়োজন।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটি সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যক্রমসমূহের সহিত জড়িত শিক্ষকগণ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত প্রচার মাধ্যম ও দূরশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) উক্তরূপ প্রত্যেক কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) যদি একই স্কুলের দুই বা ততোধিক পাঠ্যক্রম কমিটি যৌথভাবে সভায় মিলিত হয়, তবে স্কুলের ডীন যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং যদি কমিটিগুলি বিভিন্ন স্কুলের আওতাধীন হইয়া থাকে, তবে যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর বা একজন ডীন।

পাঠ্যক্রম কমিটির কার্যাবলী

১০। পাঠ্যক্রম কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্কুলসমূহের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবেন, যথা:-

(ক) পাঠ্য বিষয়সমূহ;

(খ) বহু-মাধ্যম শিক্ষণ ব্যবস্থা;

(গ) রেফারেন্স বইসমূহের তালিকাসহ পাঠ্যক্রম;

(ঘ) পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পাঠ্যক্রমসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন বা উহাদের একত্রীকরণ;

(ঙ) বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম-সূচী;

(চ) শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ কর্মসূচী।

ওয়ার্কস কমিটি

১১। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ওয়ার্কস কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) স্কুলসমূহ হইতে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত চারজন ডীন;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্থপতি, একজন প্রকৌশলী এবং একজন অর্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঙ) পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ওয়ার্কস কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

(৩) ঠিকাদার বাছাই, চুক্তি সম্পাদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্তকর্ম সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নীতিগত বিষয়াবলীর জন্য ওয়ার্কস কমিটি দায়ী থাকিবে।

সম্মানসূচক ডিগ্রী

১২। (১) সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বোর্ডের নিকট প্রেরিত হইবে এবং বোর্ড প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট তাঁহার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

(২) বোর্ড, চ্যান্সেলরের অনুমতিক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

বাছাই বোর্ড

১৩। (১) বেতনভুক্ত পরিচালক, অধ্যাপক, আঞ্চলিক পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও উপ-পরিচালকগণের নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য;

(গ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের কমপক্ষে একজন বিশেষজ্ঞসহ তিনজন বিশেষজ্ঞ।

(২) দফা (১) এর অধীন গঠিত বাছাই বোর্ড, কোন স্কুলের পরিচালক ব্যতীত, অধ্যাপক, আঞ্চলিক পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবে, এবং বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ গৃহীত হইলে তদনুসারে নিয়োগ প্রদান করা হইবে; এবং যদি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ গৃহীত না হয় তবে বিষয়টি চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরিত হইবে এবং বিষয়টির উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) বোর্ড, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, বিশেষভাবে খ্যাত কোন যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা পরিচালকের পদে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

অন্যান্য শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগের জন্য বাছাই বোর্ড

১৪। (১) বোর্ড, একটি বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে, অনুচ্ছেদ ১৪তে উল্লিখিত শিক্ষক এবং কর্মকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(২) বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) সংশ্লিষ্ট স্কুলের ডীন বা সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দুইজন মনোনীত বিশেষজ্ঞ।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর, সংশ্লিষ্ট স্কুলের ডীন বা সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের সুপারিশক্রমে অধ্যাপক বা অফিস প্রধানের পদ ব্যতীত, অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

বেতন বৃদ্ধি

১৫। কোন শিক্ষক কিংবা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনর্জিত বেতন-বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে, তবে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এই বেতন-বৃদ্ধি মঞ্জুর করা যাইবে না; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব

১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বহুমুখী যোগাযোগ-মাধ্যমের শিক্ষা উপকরণ, টিউটরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী এবং অনুরূপ অন্যান্য পদ্ধতিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান;

(খ) বহুমুখী যোগাযোগ-মাধ্যমের শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতের পরিকল্পনা করা এবং উহা প্রস্তুত করা; এবং উহা ব্যবহার করা;

(গ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার স্কুলসমূহের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ষ্টাডি সেন্টারের কর্মকাণ্ড সংগঠনে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাঁহাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব

১৭। রেজিস্ট্রার পরিচালক (প্রশাসন) হিসাবে কাজ করিবেন এবং-

(ক) সকল রেকর্ডপত্র, সাধারণ সীলমোহর এবং বোর্ড কর্তৃক তাঁহার জিম্মায় ন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির জিম্মাদার হইবেন;

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক পত্র-যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন;

(গ) বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল এবং এই আইনের ভিন্নরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, এমন অন্যান্য কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন যে কমিটিতে তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

(ঘ) দফা (গ) তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষসমূহের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উহার কার্য-বিবরণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভাইস-চ্যান্সেলর লিখিতভাবে উপরি-উল্লিখিত যে কোন বা সকল দায়িত্ব অন্য যে কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

মনোনীত সদস্যদের মেয়াদ

১৮। ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই সংবিধির অধীন গঠিত কোন কমিটি বা বোর্ডের কোন সদস্যের পদের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর, তবে তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

আনুতোষিক

১৯। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর, কিন্তু দশ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসরের গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন অপেক্ষা বেশী নয় এই পরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

অবসর ভাতা

২০। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে, অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা

২১। যদি কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীতে থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সংবিধি বা বিধান মোতাবেক গণনাযোগ্য চাকুরীর ভিত্তিতে তিনি আনুতোষিক বা অবসর ভাতা, যাহাই প্রযোজ্য হয়, পাইবার অধিকারী হইবেন।

পরিবারের জন্য অবসর ভাতা

২২। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার পরিবার অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকার উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের অবসর ভাতা সম্পর্কে সময় সময় যে হার ও মেয়াদ নির্ধারণ করে সেই হারে ও মেয়াদে অবসর ভাতা পাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার পরিবার অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকার উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের প্রাপ্য অবসর ভাতা সম্পর্কে সময় সময় যে হার ও মেয়াদ নির্ধারণ করে সেই হারে ও মেয়াদে অবসর ভাতা পাইবে।

অবসর ভাতা সমর্পণ

২৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়া অবসর ভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রাপ্য অবসর ভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া তৎপরিবর্তে সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এককালীন থোক অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে এইরূপ থোক অর্থ পাইতে হইলে, অবসর গ্রহণের পূর্বে যে কোন সময় তাহার উক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে; এবং উক্ত অর্থ অবসর গ্রহণের পর তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা

২৪। অনুচ্ছেদ ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩ এর উদ্দেশ্যে,-

(ক) "পরিবার" অর্থ কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী, পুত্র ও কন্যাগণ, এবং পুত্রের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যায় বর্ণিত ব্যক্তি ছাড়াও অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে।

(খ) "গণনাযোগ্য চাকুরীকাল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেতন সার্বক্ষণিক কোন পদে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর যোগদানের তারিখ হইতে তাহার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, চাকুরী হইতে অপসারণ বা মৃত্যুর কারণে চাকুরীর অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়:

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্বদ্যিালয়ের চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে কোন সরকারী সংস্থায় বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোন বোর্ডে বা সংস্থায় বা কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত চাকুরীর অনধিক পনের বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদানের পূর্ববর্তী অনুরূপ চাকুরীকালে প্রাপ্ত সর্বমোট বেতনের ১০% ভাগের সমপরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাবরে জমা দেন; অনুরূপ পূর্ববর্তী চাকুরী একাধিক অফিস বা সংস্থায় করিয়া থাকিলেও বা উহার ধারাবাহিকতা বজায় না থাকিলেও উহা গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে কোন বিঘ্ন হইবে না যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকালে অনুরূপ পূর্ববর্তী চাকুরীকাল ও তৎসহকারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ছুটি লইয়া বা প্রেষণে কোন সরকারী সংস্থায় অথবা বাংলাদেশের বা বহির্দেশীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত চাকুরীর সম্পূর্ণ সময় বা তিনি উহার যে অংশ অন্তর্ভুক্ত করাইতে চাহেন তাহা গণনাযোগ্য চাকুরী বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি উক্ত চাকুরীকালে প্রাপ্ত সর্বমোট বেতনের ১০%, অথবা উক্ত সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীরত থাকিলে যে বেতন পাইতেন তাহার ১২.৫% এর সমপরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাবরে জমা দেন।

গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি

২৫। এই সংবিধির কোন শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে-

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অধিক নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা যাইতে পারে, যদি-

(অ) তিনি চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে, যেমন পংগুত্ব বা পদের অবলুপ্তির কারণে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে, তিনি আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন;

(গ) এক বৎসরের অধিক সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই মওকুফ করা হইবে না।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অবসর ভাতা ইত্যাদির অপ্রাপ্যতা

২৬। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি সাধারণভাবে কোন অবসর ভাতা বা আনুতোষিক পাইবেন না, কিন্তু যদি বোর্ড মনে করেন যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আনুতোষিক বা অবসর ভাতা দেওয়া সমীচীন, তবে সেইক্ষেত্রে তাহা প্রদান করা যাইবে।

অবসর ভাতা ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন

২৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসর ভাতা বা আনুতোষিক উহার প্রাপক বা প্রাপকগণের পক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের উদ্দেশ্যে,-

(ক) এই সংবিধি প্রবর্তনের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত থাকিলে, উক্ত প্রবর্তনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে; এবং

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের তারিখের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদান করিলে অনুরূপ যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই সংবিধির সহিত সংযুক্ত ফরমে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি মনোনয়ন দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিষ্ট্রার তাহার বিবেচনায় এই সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

২৮। (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দফা (২) অনুসারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় রদবদল সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই সংবিধি প্রবর্তনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে গঠিত কোন ভবিষ্য তহবিলে কোন অর্থ জমা দিয়া থাকিলে উক্ত অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

পূর্বে গঠিত ভবিষ্য তহবিলের কার্যকরতা বন্ধ

২৯। এই সংবিধি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত বিদ্যমান কোন ভবিষ্য তহবিলের কার্যকরতা উক্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উক্ত তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

এম, এল, এস, এস, এর আনুতোষিক

৩০। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বা পদত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে বা ক্ষেত্রমত তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে, পেনসন পরিকল্পের অধীন আনুতোষিক সংক্রান্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাহার সক্রিয় চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন আনুতোষিকের উদ্দেশ্যে মাসিক বেতন হইবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ বা মৃত্যুর পূর্ববর্তী মাসিক গড় বেতন; তবে গড় বেতন গণনার ব্যাপারে পূর্ণ বেতন হইতে কম বেতনে বা বিনা বেতনে ছুটির বা সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ বাদ দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের "গড় বেতন" বলিতে অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা মৃত্যুর পূর্ববর্তী বার মাসে আহরিত পূর্ণ বেতনের গড়।

(৩) প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুতোষিক এককালীন বা কিস্তিতে প্রদান করা যাইতে পারে।

(৪) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আনুতোষিক প্রদান করা হইবে শুধুমাত্র-

(ক) যে ক্ষেত্রে একজন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস অন্যূন বিশ বৎসর সক্রিয় চাকুরী করিয়াছেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে একজন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, অন্যূন বার বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এবং তাহার বয়স অন্যূন পঞ্চান্ন বৎসর; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, অন্যূন তিন বৎসর সক্রিয় চাকুরী করার পর মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৫) দফা (৪) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে কোন এম,এল,এস,এস, তাঁহার চাকুরীর দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করেন বা দুর্ঘটনা কবলিত হন বা শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়েন এবং সে কারণে চাকুরী হইতে অপসারিত হন সেক্ষেত্রে বোর্ড উক্ত এম,এল,এস,এস,কে দফা (১) এর অধীন প্রাপ্যতার সীমা সাপেক্ষে, উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেরূপ আনুতোষিক মঞ্জুর করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের "সক্রিয় চাকুরী" বলিতে দায়িত্ব পালনকালীন সময় ছাড়া পূর্ণ বেতনে ভোগকৃত ছুটি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৬) কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার চাকুরীর নবম বৎসর পূর্ণ করিলে পরিচালক (প্রশাসন) তাঁহাকে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে মৃত্যু তারিখে তিনি দফা (৪) এর অধীন যে আনুতোষিক পাওয়ার অধিকারী হইতেন তাহার সম্পূর্ণ অর্থ কিভাবে বিলি-বন্দেজ করা হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া, একটি ঘোষণা প্রদানের জন্য, যদি তিনি ইতিপূর্বে উহা প্রদান না করিয়া থাকেন, যে আহ্বান করিবেন; এবং তাঁহার আনুতোষিকের অর্থ উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী প্রদান করা হইবে।

(৭) কোন এম,এল,এস,এস, কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা যে কোন সময় প্রত্যাহারযোগ্য হইবে এবং তাহার মৃত্যুর পূর্বে পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক প্রাপ্ত কোন নতুন ঘোষণা (যদি দেওয়া হইয়া থাকে) কার্যকর হইবে।

(৮) কোন এম,এল,এস,এস, এর বিবাহ বা পুনর্বিবাহের সংগে সংগে তৎকর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত যে কোন ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে এবং পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক কোন সংশোধিত ঘোষণা প্রাপ্ত না হইলে তাহার আনুতোষিক অর্থ দফা (১০) অনুযায়ী বন্টন করা হইবে।

(৯) যদি কোন ঘোষণায় কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয় তাহা হইলে, উক্ত ব্যক্তি আনুতোষিকের অর্থ প্রদানের কালে ও অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার ক্ষেত্রে তাহার কল্যাণার্থে আনুতোষিকের অর্থ কোন্ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে তাহা উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) যে ক্ষেত্রে কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, তাঁহার পরিবার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যগণের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন ঘোষণা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে তাহার আনুতোষিকের অর্থ তাঁহার ধর্মীয় আইন (Personal Law) অনুযায়ী বন্টন করা হইবে।

(১১) আনুতোষিকের অর্থ প্রদানের পূর্বে পরিচালক (প্রশাসন) আদালত কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের একটি প্রমাণীকৃত কপি গ্রহণ করিবেন; এবং আনুতোষিকের কল্যাণভোগী ব্যক্তিগণ তদনুসারে তাহাদের নিজ নিজ অংশ পাইবেন।

কল্যাণ তহবিল, ট্রাষ্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

৩১। (১) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অতঃপর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং এই তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হইবে:

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন হয় না তাহারা উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না, যদি না কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না:-

(ক) ষাট বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) ন্যূনতম একটানা চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে, কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ:-

(ক) শিক্ষক-মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা-মূল বেতনের ১%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী-মূল বেতনের ০.২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-মূল বেতনের ০.১২৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, সময় সময় বোর্ড অব গভর্ণর্স এর সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে:-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তিত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

Copyright@ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঙ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৫) কোন তফসিলী ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, অতঃপর এই অনুচ্ছেদে ট্রাষ্টি বোর্ড বলিয়া উল্লেখিত, হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি, ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা যথাসম্ভব প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ, পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষণ) আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থ বোর্ড অব গভর্ণর্স কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে, তবে কোন্ সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড।

(৭) পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষণ), অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং এই হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সংগে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষা করাইতে হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৮) কল্যাণ-তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, অতঃপর ট্রাষ্টি বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সম্বয়ে এই ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড অব গভর্ণর্স্ কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য, এই উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা), যিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের সচিবও হইবেন।

(৯) কল্যাণ-তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঞ্জুরী

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাষ্টি বোর্ডের থাকিবে; এবং ট্রাষ্টি বোর্ড এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে আইন, তদধীনে প্রণীত অন্যান্য বিধান এবং এই সংবিধি অনুসারে।

(১০) ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যদি এইমর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন দৈহিক বা মানসিকভাবে বৈকল্যে ভুগিতেছেন যে তিনি তাহার পদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং যে কারণে তাহাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়, তবে উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীরত থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ব্যাপী চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার পরিবারকে;

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে-

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী হইবে অনধিক দশ বৎসর অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে, যে তারিখে তাহার বয়স ষাট বৎসর হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত, এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পরে মৃত্যুবরণ করিলে, যেদিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে;

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই, ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি ছকে, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাষ্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাষ্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ভাইস-চ্যান্সেলরের দীর্ঘমেয়াদী এবং অন্যান্য ছুটি

৩২। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের দীর্ঘমেয়াদী (vacation) এবং অন্যান্য ছুটি নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হইবে:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাধারণ ছুটির দিন (holiday) ছাড়াও প্রতি শিক্ষা বৎসরে পূর্ণ বেতনে এক মাসের দীর্ঘমেয়াদী ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর, উক্ত পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদের প্রতি বৎসরের জন্য পূর্ণবেতনে এক মাস অর্জিত ছুটি পাইবেন এবং কোন কারণে উক্ত পদে কর্মরত থাকাকালে উক্ত অর্জিত ছুটি ভোগ না করিতে পারিলে উক্ত ছুটির পরিবর্তে পূর্ণ বেতন পাইবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীনে অর্জিত ছুটি অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটির সহিত যোগ করা যাইবে না;

(ঘ) চ্যান্সেলর, বোর্ড অব গভর্ণর্সের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ভাইস-চ্যান্সেলরকে নৈমিত্তিক ও চিকিৎসা ছুটি ব্যতীত অন্যান্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন মঞ্জুরীকৃত ছুটি ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রাপ্য যে কোন দীর্ঘমেয়াদী বা সাধারণ ছুটির আগে বা পরে যোগ করা যাইবে;

(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর, বোর্ড অব গভর্ণর্সের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর অনধিক দশ দিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলরের চিকিৎসার ছুটি চ্যান্সেলর নির্ধারিত শর্তে নির্ধারিত সময়ের জন্য মঞ্জুর করিবেন।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর কোন সরকারী কর্মকর্তা না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই শর্তাবলীর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য তহবিলে সদস্য হইবেন।

সংবিধির ব্যাখ্যা

৩৩। এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর বোর্ড অব গভর্ণর্সের একটি প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফরম

[সংবিধির অনুচ্ছেদ ২৬ দ্রষ্টব্য]

প্রাপকের পক্ষে অবসর ভাতা ও আনুতোষিক গ্রহণের পত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	মনোনয়নকারী কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে, প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর ভাতা বা আনুতোষিকের পরিমাণ	কি কি কারণ ঘটিলে মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	যদি মনোনীত ব্যক্তির মনোনয়নকারী পরে মারা যান সে ক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা, সম্পর্ক (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬

সাক্ষী

১। .....

২। .....

তারিখ : .....

.....

মনোনয়নকারীর স্বাক্ষর

নাম : .....

পদবী : .....

বিভাগ : .....

তারিখ : .....

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশক্রমে

রেজিস্ট্রার,

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর .....

তারিখ : .....

(অফিস ব্যবহারের জন্য)

অদ্য ..... তারিখে জনাব/জনাবা .... (পদবী) ..... এর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংবিধির ২৬ অনুচ্ছেদের অধীন মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করা হইল।

রেজিস্ট্রার,

তারিখ : ..... বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.